

# Rising raw material, freight costs squeeze RMG industry

Private-Sector Advisory Council meet on industry situation today

JASIM UDDIN

Bangladesh's apparel industry is coming under mounting pressure as rising yarn and cotton prices, coupled with higher freight costs and longer lead times, continue to erode profit margins, entrepreneurs say.

Industry insiders say the ongoing turmoil in the Middle East has disrupted global supply chains, pushing up the cost of key raw materials used in garment production.

At the same time, manufacturers are struggling with shortages of diesel needed to run backup generators during load-shedding. Sector leaders warn if the situation persists, many mills could lose competitiveness on the global market, where buyers remain highly price-sensitive.

Denim producers say the price of open-end yarn has surged to \$2.50 per pound from \$1.80, sharply increasing production costs. Yarn alone accounts for nearly 60 per cent of the cost of a pair of denim pants, making the spike particularly difficult to absorb.

Cotton prices have also risen across major varieties.

Better Cotton Initiative (BCI) cotton climbed to 94 cents per pound from 79 cents, West African cotton per pound to 78 cents from 70 cents, and Brazilian cotton per pound to 83 cents from 74.5 cents.

US cotton, however, has remained relatively stable at around 78 cents per pound.

Textile millers say the cost escalation is hard to manage as export orders are typically booked at

- Middle East conflict disrupts supply chains
- Denim producers hit hard as yarn prices surge
- Textile mills struggle with fixed-price export orders

Synthetic fibre prices jump up to 32%

Diesel shortages amid fuel crisis disrupt factory operations



fixed prices at least three months in advance.

"Textile mills are facing a major challenge in adjusting to rising costs," says Engr Kutubuddin Ahmed, a textile entrepreneur.

"Once orders are confirmed, there is very little room to revise prices, even if raw-material costs increase sharply."

Beyond raw materials, rising freight charges and longer shipping times are adding to operational strain.

Industry stakeholders say the Middle East conflict is creating ripple effects across global trade.

Shipping disruptions are driving up freight rates, while volatility in petroleum prices is raising the cost of synthetic fibres and man-made materials.

Polyester staple fibre (PSF) prices on the local market have risen from around 90 cents per kilogram to about \$1.22.

The prices of other synthetic inputs, such as spandex, lycra and elastic yarn, have also been fluctuating, adding further uncertainty. Shofiqur Rahman, executive

director (marketing) of Zaber and Zubair Fabrics, says petroleum-based materials account for nearly half of the inputs used in blended fabrics.

"The prices of synthetic fibres have increased sharply, with filament costs rising by around 32 per cent," he says.



04 APR 2026

"This could push fabric costs up by about 10 per cent, or roughly 19-20 cents per garment."

He adds that overall apparel costs may rise by 10-15 cents per piece, requiring renegotiation with buyers. "Otherwise, it may affect overall sales," he warns.

Industry leaders also caution that rising global oil prices could further increase the cost of liquefied natural gas (LNG) and other fuels, adding up to production expenses.

Showkat Aziz Russell, president of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), mentions that higher oil prices are pushing up the cost of petroleum by-products.

"As primary textile producers, we will pass the additional costs on to garment manufacturers," he says, adding that the burden will ultimately fall on consumers in a domino effect. He notes that prolonged instability in oil-producing regions could weaken demand for man-made fibre (MMF)-

based apparel as consumers may shift toward cotton products, although cotton prices could also rise due to higher freight costs.

Mohammad Hatem, president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), says yarn prices have increased by 35 to 40 cents per kilogram due to the conflict.

He says 30-single yarn - a widely used category in the knitwear sector - was priced around \$2.75 per kilogram a month ago but now rose to \$3.35.

Hatem notes that production costs in the knitwear sector have already increased 10-12 per cent, while profit margins remain thin at 2-5 per cent.

"Many exporters are operating at a loss, hoping to recover in the future," he says.

He adds that the closure of the Strait of Hormuz has pushed up global fuel prices and created supply shortages.

"As a result, Bangladesh is also facing a diesel shortage, disrupting factory operations and hampering

production. This is negatively affecting our exports," he says.

"We urge the government to prioritise fuel supply to the industrial sector and provide policy support to help businesses offset losses."

Md Shahrier, president of Bangladesh Garment Packaging and Accessories Manufacturers and Exporters Association, says raw material prices in his sector have increased 30-35 per cent.

Meanwhile, global shipping companies are raising freight rates to offset higher fuel costs, with several carriers introducing additional surcharges.

Ashikur Rahman Tuhin, managing director of TAD Group, says rising fuel prices are directly driving up freight charges.

"Any adjustment in domestic fuel prices will further intensify cost pressures."

Rakibul Alam Chowdhury, former vice-president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), says

freight rates on the China-Bangladesh route have already increased more than \$500 per container, on top of the existing costs of \$1,450-1,500.

"If the conflict persists, freight charges could surge to Covid-era levels - from around \$4,000 to as high as \$18,000 per container," he forewarns.

MA Jabbar, managing director of DBL Group, says raw-material prices are rising, while diesel shortages are also disrupting production.

"We are concerned about what may happen in the coming days and how we will continue doing business under such conditions," he says.

He also mentions that the Prime Minister's Office has invited him to a meeting of the Private-Sector Advisory Council (PSAC) on Saturday (today) at 10:30am.

He hopes the meeting will address the overall business situation and explore possible ways forward.

[newsmanjasi@gamil.com](mailto:newsmanjasi@gamil.com)



# ইউরোপ, আমেরিকায় দাপট ধরে রেখেছে বাংলাদেশের ডেনিম

■ আবু হেনা মুহিব

দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সামগ্রিক রপ্তানিতে খরা চলছে দীর্ঘ দিন। টানা ৯ মাস কমছে রপ্তানি আয়। দেশের ইতিহাসে আগে কখনও একটানা এত লম্বা সময় ধরে রপ্তানি কমার ঘটনা দেখা যায়নি। রপ্তানি খাতে এরকম বৈরী বাস্তবতার বিপরীতে দাপট দেখাচ্ছে তৈরি পোশাকের ডেনিম। প্রতিযোগী চীন, ভিয়েতনামের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি ডেনিমের রপ্তানি আয়। জোটগত প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন, একক প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অপ্রচলিত শ্রেণির বড় দেশ—সব বাজারেই বাংলাদেশের ডেনিমের দাপট নিরঙ্কুশ।

যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব দ্য টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (অটেক্স) পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫ সালেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম রপ্তানিতে প্রতিযোগী সব রপ্তানিকারক দেশের চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। আগের বছরের চেয়ে ডেনিম রপ্তানি বেড়েছে ৩৪ শতাংশ। যেখানে বিশ্ববাজার থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ডেনিম আমদানি আগের বছরের চেয়ে মাত্র ৯ শতাংশ বেশি হয়েছে। বাংলাদেশের ডেনিম রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯৬ কোটি ডলারের। আগের বছরের চেয়ে রপ্তানি বেশি হয়েছে ২৫ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশ। ২০২৪ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭১ কোটি ডলার। ওই বছরও বাংলাদেশ শীর্ষে ছিল।

অটেক্সার উপাত্ত অনুযায়ী, ডেনিম রপ্তানিতে বাংলাদেশের ধারেকাছে নেই তৈরি পোশাকের প্রধান প্রতিযোগী চীন ও ভারত। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ডেনিম রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মেক্সিকো। দেশটির রপ্তানির পরিমাণ ৬৪ কোটি ডলার। অন্যদিকে ভিয়েতনামের অবস্থান তৃতীয়, রপ্তানির পরিমাণ ৫০ কোটি ডলারের কিছু কম এবং বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক। পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া রয়েছে চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে। চীনের অবস্থান ষষ্ঠ। রপ্তানির পরিমাণ ১৭ কোটি ডলার, বাংলাদেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগের মতো। যুক্তরাষ্ট্রে ডেনিম রপ্তানিতে শীর্ষ ১০ অন্য দেশগুলোর মধ্যে মিসর, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া রয়েছে যথাক্রমে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অবস্থানে। রপ্তানিকারক বাকি দেশগুলো সম্মিলিতভাবে দশম অবস্থানে রয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের উপাত্ত বলছে, ২৭ জাতির জোট ইউরোপ বাজারে গত পঞ্জিকা বছরে ডেনিম রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৬৪ কোটি ডলার। এর ফলে ইউরোপ বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। ২০২৪ সালে ১৩৬ কোটি ডলারের ডেনিম রপ্তানি হয়। জোটগত এবং একক প্রধান দুই বাজার ছাড়াও অপ্রচলিত শ্রেণি বা নতুন বাজার হিসেবে পরিচিত বড় বাজার জাপান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের ডেনিমের রপ্তানি বাড়ছে।

তৈরি পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ডেনিম উৎপাদন হয় এমন কারখানা আছে ৫০টি। বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। উৎপাদন সক্ষমতা মাসে ৪ কোটি গজ কাপড়, যা মোট চাহিদার ৭০ শতাংশ। বাকি ডেনিম আমদানি করা হয়। প্রধানত ভারত, চীন ও পাকিস্তান থেকে এসব ডেনিম আসে। তবে স্থানীয় কাপড় ব্যবহারে সময় ও খরচ দুটোই কম হওয়ায় অনেক রপ্তানিকারক এখন দেশীয় ডেনিমকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। ডেনিম কাপড়ে তৈরি পোশাক জিল উৎপাদন হয় অন্তত ৫০০টি কারখানায়।

২০২৫ সালেও  
রপ্তানিতে শীর্ষে



গেছে, ডেনিমের ওয়াশিং ও ফিনিশিংয়ে মূল কারিশমা। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে ডেনিমকে আকর্ষণীয়, নরম, আরামদায়ক এবং ফ্যাশনেবল লুক দিতে হয়। এতে কাপড় টেকসই হয়, ফ্যাশন বুঝে সুনির্দিষ্ট আকার ও চাহিদামতো স্টাইল আনা যায়।

জানতে চাইলে চট্টগ্রামের ডেনিম এক্সপোর্টের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল সমকালকে বলেন, শুরুতে বেশিক ডেনিম দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও দ্রুতই বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যয়বহুল মেশিনারিজে বোঁকেন। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মোটামুটি উচ্চ মূল্যের ডেনিম হয় এখন দেশে। এর পাশাপাশি মূল্যসংযোজন সুবিধাও এগিয়ে রেখেছে বাংলাদেশকে। অন্যান্য পোশাকের চেয়ে ডেনিমে মূল্যসংযোজনের সুযোগ বেশি। ডেনিম ডিল করার মতো একটা দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়েছে। উদ্ভাবনী একটা উদ্যোক্তা শ্রেণি আছে। এসব সুবিধায় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ডেনিমের উচ্চ কদর তৈরি হয়েছে।

**গ্যাস সংকট ও ব্যয় বেড়ে যাওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ**

দীর্ঘ দিন ধরে গ্যাসের স্বল্পতা, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা বড় সমস্যা। অনেক ডেনিম মিল বর্তমানে গ্যাস সংকটের কারণে মাত্র ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ সক্ষমতায় উৎপাদন করছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন—বিটিএমএর পরিচালক এম খোরশেদ আলম সমকালকে বলেন, শিল্প খাতে গত কয়েক বছরে গ্যাসের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায় উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছে। ডেনিম উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো ওয়াশিং, যেখানে উচ্চ গ্যাস চাপ প্রয়োজন হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত গ্যাস না থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিল্প উদ্যোক্তারা।

**আগামীর সম্ভাবনা**

বিশ্বব্যাপী ডেনিম শিল্পের বাজারমূল্য ভবিষ্যতে প্রায় ৭৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জ্বালানি সরবরাহ স্থিতিশীল করা এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই বাজারে আরও বড় অংশীদার হতে পারে। জানতে চাইলে বিজিএমইএর পরিচালক এ বি এম শায়মুদ্দিন সমকালকে বলেন, বিশ্ববাজারে ডেনিমের চাহিদা বাড়ছে ব্যাপক হারে। সে তুলনায় প্রতিযোগী দেশগুলো ডেনিমে বেশি আগ্রহী নয়। চীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই) বেশি মনোযোগী। ভিয়েতনামের উৎপাদন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। এখন আর চাইলেও তারা বিনিয়োগ বাড়াতে পারছে না। এখানে বাংলাদেশের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। বাংলাদেশে এখন বৈচিত্র্যপূর্ণ ডেনিম উৎপাদন হয়। বড় বিনিয়োগ এসেছে। ডেনিম উৎপাদনে বিভিন্ন পরিসেবাও সহজলভ্য। এসব বিবেচনায় ব্র্যান্ড এবং ক্ষেত্রের কাছে বাংলাদেশই সবচেয়ে ভালো বিকল্প।



দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সামগ্রিক রপ্তানিতে খরা চলছে দীর্ঘ দিন। টানা ৯ মাস কমছে রপ্তানি আয়। দেশের ইতিহাসে আগে কখনও একটানা এত লম্বা সময় ধরে রপ্তানি কমার ঘটনা দেখা যায়নি। রপ্তানি খাতে এরকম বৈরী বাস্তবতার বিপরীতে দাপট দেখাচ্ছে তৈরি পোশাকের ডেনিম। প্রতিযোগী চীন, ভিয়েতনামের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি ডেনিমের রপ্তানি আয়। জোটগত প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন, একক প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অপ্রচলিত শ্রেণির বড় দেশ—সব বাজারেই বাংলাদেশের ডেনিমের দাপট নিরঙ্কুশ।

যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব দ্য টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (অটেক্স) পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫ সালেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম রপ্তানিতে প্রতিযোগী সব রপ্তানিকারক দেশের চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। আগের বছরের চেয়ে ডেনিম রপ্তানি বেড়েছে ৩৪ শতাংশ। যেখানে বিশ্ববাজার থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ডেনিম আমদানি আগের বছরের চেয়ে মাত্র ৯ শতাংশ বেশি হয়েছে। বাংলাদেশের ডেনিম রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯৬ কোটি ডলারের। আগের বছরের চেয়ে রপ্তানি বেশি হয়েছে ২৫ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশ। ২০২৪ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭১ কোটি ডলার। ওই বছরও বাংলাদেশ শীর্ষে ছিল।

অটেক্সার উপাত্ত অনুযায়ী, ডেনিম রপ্তানিতে বাংলাদেশের ধারেকাছে নেই তৈরি পোশাকের প্রধান প্রতিযোগী চীন ও ভারত। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ডেনিম রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মেক্সিকো। দেশটির রপ্তানির পরিমাণ ৬৪ কোটি ডলার। অন্যদিকে ভিয়েতনামের অবস্থান তৃতীয়, রপ্তানির পরিমাণ ৫০ কোটি ডলারের কিছু কম এবং বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক। পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া রয়েছে চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে। চীনের অবস্থান ষষ্ঠ। রপ্তানির পরিমাণ ১৭ কোটি ডলার, বাংলাদেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগের মতো। যুক্তরাষ্ট্রে ডেনিম রপ্তানিতে শীর্ষ ১০ অন্য দেশগুলোর মধ্যে মিসর, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া রয়েছে যথাক্রমে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অবস্থানে। রপ্তানিকারক বাকি দেশগুলো সম্মিলিতভাবে দশম অবস্থানে রয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের উপাত্ত বলছে, ২৭ জাতির জোট ইউইউর বাজারে গত পঞ্জিকা বছরে ডেনিম রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৬৪ কোটি ডলার। এর ফলে ইউইউ বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। ২০২৪ সালে ১৩৬ কোটি ডলারের ডেনিম রপ্তানি হয়। জোটগত এবং একক প্রধান দুই বাজার ছাড়াও অপ্রচলিত শ্রেণি বা নতুন বাজার হিসেবে পরিচিত বড় বাজার জাপান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের ডেনিমের রপ্তানি বাড়ছে।

তৈরি পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ডেনিম উৎপাদন হয় এমন কারখানা আছে ৫০টি। বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। উৎপাদন সক্ষমতা মাসে ৪ কোটি গজ কাপড়, যা মোট চাহিদার ৭০ শতাংশ। বাকি ডেনিম আমদানি করা হয়। প্রধানত ভারত, চীন ও পাকিস্তান থেকে এসব ডেনিম আসে। তবে স্থানীয় কাপড় ব্যবহারে সময় ও খরচ দুটোই কম হওয়ায় অনেক রপ্তানিকারক এখন দেশীয় ডেনিমকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। ডেনিম কাপড়ে তৈরি পোশাক জিঙ্গ উৎপাদন হয় অন্তত ৫০০টি কারখানায়।

#### প্রযুক্তি ও মূল্য সংযোজনই বড় শক্তি

প্রতিযোগীদের তুলনায় বাংলাদেশের ডেনিম কেন এগিয়ে তা নিয়ে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা

গেছে, ডেনিমের ওয়াশিং ও ফিনিশিংয়ে মূল কারিশমা। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে ডেনিমকে আকর্ষণীয়, নরম, আরামদায়ক এবং ফ্যাশনেবল লুক দিতে হয়। এতে কাপড় টেকসই হয়, ফ্যাশন বুঝে সুনির্দিষ্ট আকার ও চাহিদামতো স্টাইল আনা যায়।

জানতে চাইলে চট্টগ্রামের ডেনিম এক্সপোর্টার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল সমকালকে বলেন, শুরুতে বেসিক ডেনিম দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও দ্রুতই বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যয়বহুল মেশিনারিজে ঝাঁকেন। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মোটামুটি উচ্চ মূল্যের ডেনিম হয় এখন দেশে। এর পাশাপাশি মূল্যসংযোজন সুবিধাও এগিয়ে রেখেছে বাংলাদেশকে। অন্যান্য পোশাকের চেয়ে ডেনিমে মূল্যসংযোজনের সুযোগ বেশি। ডেনিম ডিল করার মতো একটা দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়েছে। উদ্ভাবনী একটা উদ্যোক্তা শ্রেণি আছে। এসব সুবিধায় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ডেনিমের উচ্চ কদর তৈরি হয়েছে।

#### গ্যাস সংকট ও ব্যয় বেড়ে যাওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ

দীর্ঘ দিন ধরে গ্যাসের স্বল্পতা, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা বড় সমস্যা। অনেক ডেনিম মিল বর্তমানে গ্যাস সংকটের কারণে মাত্র ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ সক্ষমতায় উৎপাদন করছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন—বিটিএমএর পরিচালক এম খোরশেদ আলম সমকালকে বলেন, শিল্প খাতে গত কয়েক বছরে গ্যাসের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায় উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছে। ডেনিম উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো ওয়াশিং, যেখানে উচ্চ গ্যাস চাপ প্রয়োজন হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত গ্যাস না থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিল্প উদ্যোক্তারা।

#### আগামীর সম্ভাবনা

বিশ্বব্যাপী ডেনিম শিল্পের বাজারমূল্য ভবিষ্যতে প্রায় ৭৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জ্বালানি সরবরাহ স্থিতিশীল করা এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই বাজারে আরও বড় অংশীদার হতে পারে। জানতে চাইলে বিজিএমইএর পরিচালক এ বি এম শামসুদ্দিন সমকালকে বলেন, বিশ্ববাজারে ডেনিমের চাহিদা বাড়ছে ব্যাপক হারে। সে তুলনায় প্রতিযোগী দেশগুলো ডেনিমে বেশি আগ্রহী নয়। চীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই) বেশি মনোযোগী। ভিয়েতনামের উৎপাদন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। এখন আর চাইলেও তারা বিনিয়োগ বাড়াতে পারছে না। এখানে বাংলাদেশের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। বাংলাদেশে এখন বৈচিত্র্যপূর্ণ ডেনিম উৎপাদন হয়। বড় বিনিয়োগ এসেছে। ডেনিম উৎপাদনে বিভিন্ন পরিষেবাও সহজলভ্য। এসব বিবেচনায় ব্র্যান্ড এবং ক্রেতার কাছে বাংলাদেশই সবচেয়ে ভালো বিকল্প। ফলে আগামীতেও ডেনিমের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ডেনিমের চাহিদা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।



# সার্ক বাণিজ্য বাড়াতে পারছে না বাংলাদেশ

✽ আনোয়ার ইব্রাহীম

আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যে কোনোভাবেই নিজের জোরালো অবস্থান তৈরি করতে পারছে না বাংলাদেশ। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও সার্কভুক্ত অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার বাকি সাত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৮৬০ কোটি ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় এক লাখ চার হাজার কোটি টাকা। এ সময়ে মোট সাড়ে ১০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানির বিপরীতে রপ্তানি করেছে মাত্র ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার।

‘একনজরে সার্কের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা-২০২৪-২৫ অর্থবছর’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

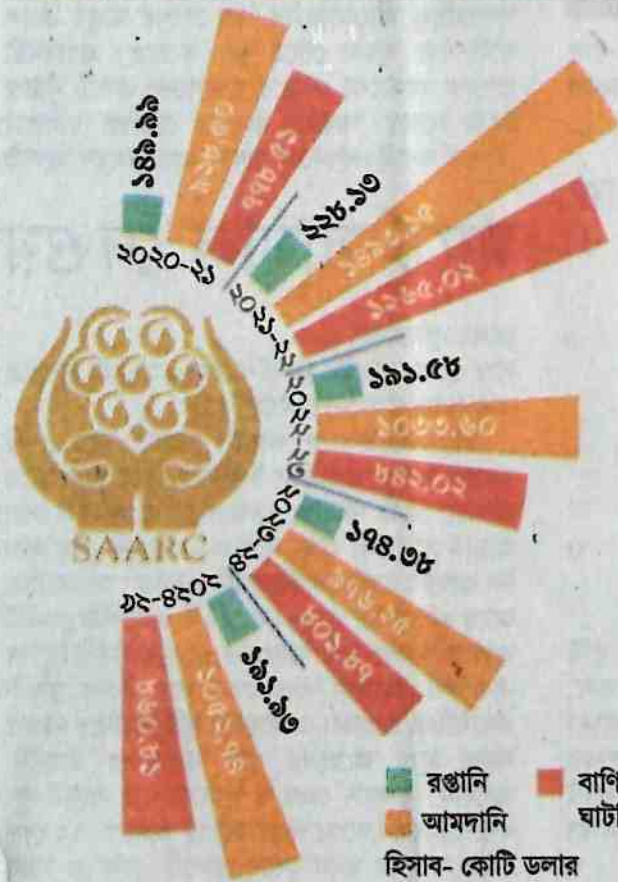
বাংলাদেশ ব্যাংকের এ প্রতিবেদনে পাঁচটি প্রধান অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্কভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো-রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয়, রেমিট্যান্স প্রবাহ, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক ঋণ।

প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্রমে বাড়ছে। তবে এর সঙ্গে কাঠামোগত নানা চ্যালেঞ্জও দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে।

এ প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সার্ক অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল যথাক্রমে ৮ দশমিক শূন্য ২, ৮ দশমিক ৪২, ১২ দশমিক ৬৫ এবং ৭ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার। ১০ বছর আগের তুলনায় এ ঘাটতির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ এবং ২০ বছর আগের তুলনায় বেড়ে সোয়া চার গুণ হয়েছে।

আঞ্চলিক আধিপত্য

## সার্ক দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি



বাংলাদেশের মোট রপ্তানির মাত্র ৪.৪ শতাংশ হয় সার্ক দেশগুলোতে

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি

দেশ	রপ্তানি	আমদানি
ভারত	১৭০.৪৮	৯৬২.৪১
পাকিস্তান	৭.১৬	৭৫.৫৩
ভূটান	১.৩৮	৪.৪১
আফগানিস্তান	১.১৩	২.১৮
শ্রীলঙ্কা	৭.৭৪	৭.৬৬
নেপাল	৩.৪২	০.৫৫
মালদ্বীপ	০.৬১	০.৩৫

- দশ বছরে সার্কের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সামগ্রিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ এবং ২০ বছরে সোয়া ৪ গুণ হয়েছে
- বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে যা আমদানি করে তার ৯১.৪ শতাংশ আসে ভারত থেকে। এ অঞ্চলে যা রপ্তানি করে তার ৮৮.৮৩ শতাংশই যায় ভারতে

রয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে। দেশটিতে বাংলাদেশের সাত কোটি ১৬ লাখ ডলার রপ্তানির বিপরীতে আমদানি করেছে ৭৫ কোটি ৫৩ লাখ ডলারের পণ্য। ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে ঘাটতির পরিমাণ ৬৮ কোটি ৩৭ লাখ ডলার।

এ ছাড়া ভূটান, এমনকি আফগানিস্তানের সঙ্গেও বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। ভূটানে এক কোটি ৩৮ লাখ ডলার রপ্তানির বিপরীতে

সার্ক অঞ্চল থেকে আসা মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ৮৯ দশমিক ৪ শতাংশ।

অন্যদিকে ভারত থেকে এসেছে মাত্র এক কোটি ৩১ লাখ ডলার। পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান ও শ্রীলঙ্কা থেকে রেমিট্যান্স সংগ্রহের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য (প্রতিটি থেকে ১০ ডলার বা তার কম)। শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে মালদ্বীপ বাংলাদেশের জন্য এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে দেখা

বৈদেশিক ঋণ ও স্থিতিশীলতার প্রশ্ন বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ একটি বড় বিষয়। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণ দাঁড়িয়েছে ১১৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারে, যা গত বছরের তুলনায় ৭ শতাংশ বেশি। এই ঋণের একটি অংশ সার্ক দেশগুলো (মূলত ভারত) থেকে নেওয়া হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৭০ কোটি ডলার।

আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্কভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো-রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয়, রেমিট্যান্স প্রবাহ, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক ঋণ।

প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্রমে বাড়ছে। তবে এর সঙ্গে কাঠামোগত নানা চ্যালেঞ্জও দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে।

এ প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২০-২১ থেকে ২০২০-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সার্ক অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল যথাক্রমে ৮ দশমিক শূন্য ২, ৮ দশমিক ৪২, ১২ দশমিক ৬৫ এবং ৭ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার। ১০ বছর আগের তুলনায় এ ঘাটতির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ এবং ২০ বছর আগের তুলনায় বেড়ে সোয়া চার গুণ হয়েছে।

#### আঞ্চলিক আধিপত্য

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ অর্থনীতির দেশ ভারত। প্রতিবেশী এ দেশটির অনুকূলে পুরো সার্ক বাণিজ্য, যা এ অঞ্চলের মোট বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে যা আমদানি করে, তার ৯১ দশমিক ৪ শতাংশ আসে ভারত থেকে এবং যা রপ্তানি করে, তার ৮৮ দশমিক ৮৩ শতাংশই সেখানে যায়।

#### ভারতসহ চার দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সার্ক অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির সিংহভাগই এককভাবে ভারতের সঙ্গে। তবে পাকিস্তান, ভূটান ও আফগানিস্তানের সঙ্গেও বাংলাদেশের বাণিজ্য পিছিয়ে আছে। বিপরীতে নেপাল, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাণিজ্যে বাংলাদেশ উদ্বৃত্ত বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ১৭০ কোটি ৪৮ লাখ ডলারের পণ্য। বিপরীতে আমদানি করেছে ৯৬২ কোটি ৪১ লাখ ডলারের পণ্য। অর্থাৎ এককভাবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ৭৯১ কোটি ৯৩ লাখ ডলার। সার্ক অঞ্চলের মোট আমদানির প্রায় সাড়ে ৯১ শতাংশ ভারত থেকে আসায় এই বিশাল ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

ভারতের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি



রয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে। দেশটিতে বাংলাদেশের সাত কোটি ১৬ লাখ ডলার রপ্তানির বিপরীতে আমদানি করেছে ৭৫ কোটি ৫৩ লাখ ডলারের পণ্য। ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে ঘাটতির পরিমাণ ৬৮ কোটি ৩৭ লাখ ডলার।

এ ছাড়া ভূটান, এমনকি আফগানিস্তানের সঙ্গেও বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। ভূটানে এক কোটি ৩৮ লাখ ডলার রপ্তানির বিপরীতে সেখান থেকে চার কোটি ৪১ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে ঘাটতি তিন কোটি তিন লাখ ডলার। আফগানিস্তানে এক কোটি ১৩ লাখ ডলার রপ্তানির বিপরীতে বাংলাদেশে আমদানি করেছে দুই কোটি ১৮ লাখ ডলারের পণ্য। বাণিজ্য ঘাটতি এক কোটি পঁচ লাখ ডলার।

#### তিন দেশে রপ্তানি বাংলাদেশের অনুকূলে

সার্কের বাকি তিন দেশ নেপাল, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাণিজ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে। সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে নেপালের সঙ্গে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নেপালে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল তিন কোটি ৪২ লাখ ডলার, যেখানে আমদানি ছিল মাত্র ৫৫ লাখ ডলার। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত দুই কোটি ৮৭ লাখ ডলার।

এ ছাড়া মালদ্বীপে ৬১ লাখ ডলার রপ্তানির বিপরীতে আমদানি হয়েছে ৩৫ লাখ ডলার। আর শ্রীলঙ্কায় সাত কোটি ৭৪ লাখ ডলার রপ্তানি করে বাংলাদেশ আমদানি করেছে সাত কোটি ৬৬ লাখ ডলারের পণ্য। ফলে দ্বীপদেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল মাত্র আট লাখ ডলারের।

#### রেমিট্যান্স প্রবাহে মালদ্বীপের চমক

সার্ক দেশগুলো থেকে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স আহরণের চিত্রটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ অঞ্চল থেকে মোট ১৫ কোটি ৭৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা ভারতের তুলনায়ও ১৪ কোটি ১১ লাখ ডলার বেশি। এটি

সার্ক অঞ্চল থেকে আসা মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ৮৯ দশমিক ৪ শতাংশ।

অন্যদিকে ভারত থেকে এসেছে মাত্র এক কোটি ৩১ লাখ ডলার। পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান ও শ্রীলঙ্কা থেকে রেমিট্যান্স সংগ্রহের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য (প্রতিটি থেকে ১০ ডলার বা তার কম)। শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে মালদ্বীপ বাংলাদেশের জন্য এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের বিপুলসংখ্যক মানুষ বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। তবে এ বিষয়ে প্রকৃত ডেটা দেশগুলো প্রকাশ করে না। বাংলাদেশ থেকে ভারতে এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে কতটা রেমিট্যান্স আসে বা যায়, তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক আছে।

#### সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ও সেবা খাত

বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ভারতের প্রাধান্য স্পষ্ট। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সার্ক অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে আসা মোট ১৬ কোটি ৪৭ লাখ ডলার নিট সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) মধ্যে ১০ কোটি ৫৮ লাখ ডলার এসেছে ভারত থেকে। শ্রীলঙ্কা থেকে বিনিয়োগ এসেছে চার কোটি ৯১ লাখ ডলার এবং পাকিস্তান থেকে ৯১ লাখ ডলার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সার্ক দেশগুলোতে সেবা থেকে বাংলাদেশ ৪৫ কোটি ৩২ লাখ ডলারের রপ্তানি আয় করেছে, যার ৩৮ কোটি ৩৭ লাখ ডলারই এসেছে ভারত থেকে। এর বিপরীতে বাংলাদেশ এই অঞ্চল থেকে ২৭৯ কোটি ৪২ লাখ ডলারের সেবা আমদানি করেছে। সেবা আমদানির ক্ষেত্রেও ভারতের পরেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে শ্রীলঙ্কার পেছনে (৯ কোটি ১৯ লাখ ডলার)।

দেশ	রপ্তানি	আমদানি
ভারত	১৭০.৪৮	৯৬২.৪১
পাকিস্তান	৭.১৬	৭৫.৫৩
ভূটান	১.৩৮	৪.৪১
আফগানিস্তান	১.১৩	২.১৮
শ্রীলঙ্কা	৭.৭৪	৭.৬৬
নেপাল	৩.৪২	০.৫৫
মালদ্বীপ	০.৬১	০.৩৫

দশ বছরে সার্কের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সামগ্রিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ এবং ২০ বছরে সোয়া ৪ গুণ হয়েছে

বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে যা আমদানি করে তার ৯১.৪ শতাংশ আসে ভারত থেকে। এ অঞ্চলে যা রপ্তানি করে তার ৮৮.৮৩ শতাংশই যায় ভারতে

#### বৈদেশিক ঋণ ও স্থিতিশীলতার প্রশ্ন

বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ একটি বড় বিষয়। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণ দাঁড়িয়েছে ১১৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারে, যা গত বছরের তুলনায় ৭ শতাংশ বেশি। এই ঋণের একটি অংশ সার্ক দেশগুলো (মূলত ভারত) থেকে নেওয়া হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৭০ কোটি ডলার।

বৈশ্বিক ঋণের তুলনায় সার্ক অঞ্চলের ঋণের পরিমাণ মাত্র ৩ দশমিক ৮ শতাংশ, যা নির্দেশ করে যে বাংলাদেশ ঋণের জন্য মূলত চীন, বিশ্বব্যাংক বা এডিবি'র মতো বৃহত্তর উৎসের ওপর নির্ভরশীল।

#### ভবিষ্যৎ পথরেখা

প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ অনুযায়ী, সার্ক অঞ্চলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা গভীর হলেও তা মূলত ভারতকেন্দ্রিক। ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্যের বাইরে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়ছে, তবে তা এখনও সম্ভাবনার তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশের রপ্তানির মাত্র ৪ দশমিক ৪ হয় সার্ক দেশগুলোতে। আর আমদানির ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ করা হয় সার্ক অঞ্চল থেকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বাণিজ্য অসামঞ্জস্য কাটাতে বাংলাদেশকে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে। এর অন্যতম হলো রপ্তানি পণ্য বৈচিত্র্য বাড়াতে হবে। তৈরি পোশাকের বাইরে ওষুধ ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় আরও সম্প্রসারণ করতে হবে।

শ্রমবাজার সম্প্রসারণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। মালদ্বীপের মতো এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশেও দক্ষ জনশক্তি পাঠিয়ে রেমিট্যান্স আয় বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান অণু-বাধা দূর করতে হবে।

